শিশু দিবসকে ঘিরে আমাদের কর্তব্য

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'—কবির এই উক্তির মধ্য দিয়েই দেশ ও জাতির জীবনে শিশুরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা বোঝা যায়। শিশুরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ—আজ সে ফুলের কুঁড়ি মাত্র, আগামী দিনে সে-ই পূর্ণ-প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে অপরূপ ঔজ্জ্বল্যে ও সুমিষ্ট সৌরভে দশ দিক ভরিয়ে তুলবে। দেশ ও জাতি-গঠনে শিশুদের অসামান্য ভূমিকার কথা স্মরণ করেই আমাদের দেশে প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর দিনটিকে 'শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। দিনটি স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। জওহরলাল শিশুদের যেমন ভালোবাসতেন, শিশুরাও তাঁকে পছন্দ করত—এ কথা স্মরণ করেই তাঁর জন্মদিনটিতে 'শিশু দিবস' পালনের আয়োজন করা হয়েছে। সাধু প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই, কিন্তু সারা বছরের মধ্যে একটি দিনকে শিশু দিবস হিসেবে পালন করলে কী হবে, যদি আমরা সারা বছর শিশুদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে নজর না রাখি। আমাদের দেশের বর্তমান মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ জনের বয়স ১৮ বছরের নীচে এবং এদের একটা বিরাট অংশের বয়স ১২ বছরের কম। এদের বিরাট অংশ খিদের জ্বালায় ধুঁকছে, অপুষ্টিতে ভুগছে এবং অল্প বয়সেই অর্থ উপার্জনের জন্য কাজ করতে নামতে বাধ্য হচ্ছে। যেসব কাজ বড়োদের করতে কষ্ট হয়, আমাদের দেশের অসংখ্য শিশু সেই কাজগুলি করছে। যে সরলতা ও প্রাণোচ্ছলতা শিশুর শ্রেষ্ঠ সম্পদ, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে শৈশবে কাজ করতে নেমে শিশুরা তা হারিয়ে ফেলছে। পড়াশুনো করার বয়সে তারা অর্থাভাবে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। স্বাধীনতালাভের ৬৩ বছর পরেও আমরা দেখছি এমন অবস্থা। এর পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে বছরে একটি দিন শিশু দিবস হিসেবে পালন করে কী লাভ হবে?